তারিখ ... ৩১ মে ২০০৩
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

যায়যায়দিন

শিক্ষিত বেকার তালিকা তৈরি নিয়ে জটিলতা

আনোয়ারুল করিম

আওয়ামী লীগের উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের মাধ্যমে সারাদেশে শিক্ষিত বেকারদের তালিকা তৈরি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রক্রিয়াগত নানা জটিলতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ উদ্যোগ ব্যর্থ হতে চলেছে। ৩০ মে শনিবার এ তালিকা ঢাকায় পাঠানোর সময় শেষ হলেও অনেক উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এখনো ঢাকা থেকে পাঠানো চিঠিই পাননি। আবার যারা চিঠি পেয়েছেন তারাও সময় স্বল্পতার কারণে সামান্য কিছু বেকারের নাম-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন। যদিও 'অফিসিয়ালি' এখনো সময় বাড়ানোর কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। সময় বাড়ানো হোক বা না হোক এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তালিকা সংগ্রহ করলে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বেকারদের একটি বড় অংশই তালিকার বাইরে থেকে যাবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয় ছাত্রলীগ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় সিনিয়র নেতাদের 'সত্যায়ন' নিতে হচ্ছে।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ' অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন শিক্ষিত বেকারের চাকরির সুযোগ দিতে চায় সরকার। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের শিক্ষিত বেকারদের অর্জিত ডিগ্রি ও ফলাফল

তালিকা : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

তালিকা : শিক্ষিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল আলম হানিফ স্বাক্ষরিত চিঠিতে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের কাছে স্থানীয় বেকারদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়। এতে দলীয় পরিচয় উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়। যদিও আওয়ামী লীগের দিনবদলের সনদ নামের নির্বাচনী ইশতেহারে দলীয় পরিচয়ে বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়নি। এতে বলা হয়, বছরের ন্যূনতম ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিটি পরিবারের একজন কর্মক্ষম বেকার তরুণ/তরুণীকে কর্মসংস্থানের জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি' স্কিম পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হবে। সব কর্মক্ষম নাগরিকের নিবন্ধন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের যুব সমাজকে দুই বছরের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিসে' নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের কথাও নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

সারাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনো প্রচারণা চালানো হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে জেনে অনেকে যোগাযোগ করেছেন। গোটা উপজেলার বেকারদের স্থানীয় ছাত্রলীগ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জীবনবৃত্তান্ত সত্যায়িত করে উপজেলা সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দেয়ায় বিড়ম্বনার কথাও জানা গেছে। এর বাইরে ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে এ কাজে দক্ষিণাঞ্চলের অনেক নেতা সময় দিতে পারেননি এবং বেকাররাও যোগাযোগ করতে পারেননি।

খুলনার পাইকগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য সোহরাব আলী সানা বলেন, তারা অনেকের কাছ থেকেই জীবনবৃত্তান্ত পেয়েছেন। তবে ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে গত সপ্তাহে তারা এ সম্পর্কিত কোনো কাজ করতে পারেননি। গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুবক্কর সিদ্দিক জানান, তাদের সাতটি উপজেলার মধ্যে সাদুল্যাপুর ও সদর ছাড়া অন্য উপজেলায় চিঠি পাওয়ার কথা জানা যায়নি। সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুক্তাফিজুর রহমান শনিবার জানান, এ ব্যাপারে তিনি এখনো কিছু জানেন না। বরিশালের নলছিটি উপজেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কোনো চিঠি পাননি। নলছিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি তসলিম উদ্দিন চৌধুরী জানান, তিনি এ ধরনের চিঠির কথা শুনেছেন। তবে এখনো পাননি। পত্রিকার মাধ্যমে জেনে গত কয়েকদিনে চার-পাঁচজন তাদের কাছে এসে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছে বলে জানান তসলিম উদ্দিন চৌধুরী।

এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল আলম হানিফের সঙ্গে শনিবার বিকেলে যোগাযোগ করা হলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, অনেক এলাকায় চিঠি না যাওয়ার কথা শুনেছেন। এমনটা হওয়ার কথা নয়। আবার অনেকেই অন্যের থেকে শুনে টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তিনি তাদের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকেই বলেছেন, তারা তালিকা তৈরি করে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও এখনো তাদের হাতে এ ধরনের তালিকা আসেনি। তবে রোববার অফিস খোলার পর এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। এ কাজে সময় বাড়ানো হবে কি না সে ব্যাপারে তিনি বলেন, সেটাও রোববার ভেবে দেখা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার সব বেকারের নাম এতে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এতোদিন বলা হতো দেশে বেকারের সংখ্যা দুই কোটি বা আড়াই কোটি। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তারা এলাকাভিত্তিক বেকারদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ (তথ্য ব্যাংক) তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। এ কাজ শেষ হলে বলতে পারবেন কোথায় কেমন ধরনের বেকার রয়েছেন। দলীয় পরিচয় উল্লেখ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের অনেক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও শিক্ষিতরা জড়িত রয়েছেন। মূলত তাদের জন্যই দলীয় পরিচয় উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের বেকার কর্মীদের তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন।

মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন, তালিকা করা হলেও এখনই তো আর চাকরির ব্যবস্থা করা যাবে না। ভবিষ্যতে শূন্যপদ ও যোগ্যতা অনুযায়ী এদের মধ্য থেকে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষিত বেকার কর্মীদের যোগ্যতা এবং বিধিবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের বেকারের সঠিক তালিকা থাকা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।